এইসময়
Eisamay
কোলকাতা / Kolkata
পৃষ্ঠা সং. / Page No. : 11
দিনাংক / Date : 11.7.15

ঘুরে দাঁড়াতে ঋণ পুনর্গঠন চেয়ে আবেদন ডিভিসির

এই সময়: সব মিলিয়ে ঋণভার প্রায় ৩০ হাজার কোটি টাকার। আর রোজগার বছরে মাত্র সাড়ে ১১ হাজার কোটি টাকা। ফলে, অদূর ভবিষ্যতে বকেয়া ঋণ পরিশোধের জন্যও ফের ঋণ নিতে হতে পারে ডিভিসি-কে। সুতরাং, ঋণ ফাঁদে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। এরই সমাধানে দ্বিমুখী নীতি নিয়েছে ডিভিসি। ঋণভার কমানোর জন্য বকেয়া ঋণের পুনর্গঠন করার অনুমতি চাওয়া হয়েছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার কাছে। অন্য দিকে, কেরল, কর্ণাটকে বিদ্যুৎ বিক্রি করে বছরে প্রায় ৪ হাজার কোটি টাকা অতিরিক্ত রোজগারের লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে সংস্থাটি।

বর্তমানে ডিভিসি-র সব মিলিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ৬,৩৫৭ মেগাওয়াট। কিন্তু, ক্রেতার অভাবে সংস্থা বর্তমানে প্রায় ১,৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করছে না। তার উপর ঝাড়খণ্ড থেকে সংস্থার বকেয়া প্রাপ্য প্রায় ৪,৩০০ কোটি টাকা। ফলে, কমছে রোজগার। অন্য দিকে, মোট ঋণভারের সুদ মেটাতেই বছরে দিতে হয় প্রায় ১,২০০ কোটি টাকা।

ডিভিসি-র চেয়ারম্যান অ্যান্ড্রু ডব্লিউ কে ল্যাংসেই জানান, 'এমতাবস্থায় আমরাও ঋণ ফাঁদে পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা করছি। সেই কারণে, সংস্থার যে সমস্ত ঋণের ক্ষেত্রে চড়া হারে সুদ দিতে হয়, সেগুলিকে পুনর্গঠন করার জন্য আমরা রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে লিখেছি।'

তিনি জানান, 'আমরা চাইছি, সংশ্লিষ্ট বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের মোট যা জীবনসীমা, ঋণ পরিশোধ করার জন্য সেই সময়সীমাই দেওয়া হোক। এতে সুদ বাবদ অর্থ খরচ বছরে ২৫ শতাংশ মতো কমানো সম্ভব হবে।'

পাশাপাশি, চলতি অর্থ বছরে বাজারে বন্ড বিক্রি করে অর্থ তোলারও অনুমতি চেয়ে সংস্থার পক্ষ থেকে কেন্দ্রকে চিঠি লেখা হয়েছে বলেও তিনি জানান।

২০১৩-১৪ অর্থ বছরে সংস্থার মোট আয় ছিল ১১,৫০০ কোটি টাকার মতো। কিন্তু, তা সত্ত্বেও ডিভিসি ওই অর্থ বছরে লোকসান করেছে প্রায় ১,০৫০ কোটি টাকা। আয় বাড়াতে আপাতত ডিভিসি পশ্চিমবঙ্গ ও দক্ষিণের দুই রাজ্যকে পাখির চোখ করেছে। ল্যাংসেইয়ের কথায়, 'পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশন আমাদের মাসুল বৃদ্ধি করার অনুমতি দিয়েছে। এতে বছরে শুধু পশ্চিমবঙ্গে আমাদের বাড়তি ৩৬০ কোটি টাকা আয় হবে। পাশাপাশি, কেরল এবং কর্ণাটকে আমরা চলতি বছরের ডিসেম্বরের মধ্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ শুরু করব। এজন্য পিপিএ চুক্তিও স্বাক্ষর হয়ে গিয়েছে। প্রায় ৭০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহ করে ডিভিসি-র বছরে প্রায় ৪ হাজার কোটি টাকা বাড়তি আয় হবে।'

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ ও ঝাড়খণ্ড ছাড়াও ডিভিসি পাঞ্জাব, হরিয়ানা, দিল্লি এবং মধ্যপ্রদেশে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে। এ ছাড়া আসামেও তারা ৭৫-মেগাওয়াট বিদ্যুৎ বিক্রি করবে। বিদ্যুৎ বিক্রি করে আয় বাড়াতে সংস্থা একটি মার্কেটিং টিমও গঠন করেছে।

পুরুলিয়ার রঘুনাথপুরে ডিভিসি-র নির্মীয়মাণ প্রকল্প এনটিপিসি-র হাতে তুলে দেওয়ার বিষয়টি অবশ্য ল্যাংসেই 'গুজব' বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, 'রঘুনাথপুরে দুটি পর্যায়ে নির্মীয়মাণ ৩,২৩০ মেগাওয়াটের বিদ্যুৎ প্রকল্পটি অবশ্যই এখনও পর্যন্ত ডিভিসি-র হাতেই রয়েছে। রঘুনাথপুর প্রকল্পের রেল করিডর নির্মাণের জন্য আমরা রাজ্য সরকারের কাছ থেকে সম্প্রতি ৮০ একর জমিও পেয়েছি।'